সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৬৮
WEEKLY BOOKLET:268

আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীর জীবনী (২য় অংশ)

বিশ্বস্ত স্বামী

- ইসলামে স্ত্রীর হকসমূহ
- আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীর পরিবার সুখ
- কঠিন সময়ে বিশ্বস্ত স্বামীর কথা

উপস্থাপনায়
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

বিশ্বস্ত স্বামী

নিগরানে শুরার দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ ২১ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই পুস্তিকা **“বিশ্বস্ত স্বামী”** পড়ে বা শুনে নিবে তাকে এবং তার পরিবারের লোকদের দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং তার ঘরকে শান্তির দোলনা বানিয়ে দিন। اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করিম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমার উপর দিনে এক হাজারবার দরূদে পাক পাঠ করবে সে ততক্ষণ পর্যন্ত মারা যাবে না যতক্ষণ না সে জান্নাতে তার নিজের স্থান দেখে না নিবে। (আত্তারগিব ওয়াত্তারহিব, ২/৩২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

১৫ বছর স্ত্রীর খিদমত

হযরত আবু ওসমান হিরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সম্মানীত স্ত্রী হযরত বিবি মরিয়ম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہَا বলেন: একবার আমি আমার মাথার তাজ আবু ওসমান (رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ) কে একাকী জিজ্ঞেস করলাম: হে আবু ওসমান! আপনার জীবনীর কোন আমলটি আপনার কাছে সবচেয়ে

বেশি প্রিয়? বললেন: হে মরিয়ম! যখন আমি যুবক ছিলাম তখন আমার বসবাস “রায়ে” (ইরান) এ ছিল আর মানুষ আমাকে অনেক পছন্দ করত। সকলে চাইত যে আমার বিয়ে তাদের ঘরে হোক কিন্তু আমি সকলকে অস্বীকৃতি জানাতাম। একদিন এক মহিলা আমার নিকট এসে এটা বলল: আমি তোমার ভালবাসায় অনেক বিভোর হয়ে গেছি, আমার রাতের ঘুম এবং দিনের প্রশান্তি চলে গেছে, আমি তোমাকে তার দোহাই দিচ্ছি যিনি অন্তর সমূহের পরিবর্তনকারী, তুমি আমাকে বিয়ে করে নাও। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তোমার পিতা কি জীবিত আছে? সে উত্তর দিল: জি হ্যাঁ, তিনি অমুক মহল্লায় দর্জির কাজ করেন। আমি তার পিতাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালে তিনি অনেক খুশি হলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ গ্রামের সম্মানীত লোকদের ডেকে এনে তার মেয়ের সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দিল। যখন আমি নববধূর ঘরে প্রবেশ করলাম তখন আমি দেখলাম যে আমার নববধূ একটি চোখ থেকে বঞ্চিত, পঙ্গু এবং অত্যন্ত কুৎসিত আকৃতির ছিল, তাকে দেখে আমি আল্লাহ পাকের শোকরিয়া আদায়ার্তে বললাম: হে আমার মাওলা! সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য তুমি আমার জন্য যা নির্ধারণ করেছ আমি সেটার উপর তোমার কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। যখন আমার পরিবারের লোকদের তার ব্যাপারে জানা হলো তখন তারা আমাকে অনেক বকাবকি করল। কিন্তু আমি আমার স্ত্রীর সাথে কখনো এমন কথা বলিনি যেটা তার খারাপ লাগে বরং আমি তার প্রতি অধিক আন্তরিক হয়ে গেলাম এবং তার প্রয়োজনীয় সকল জিনিস এনে দিতাম। আমার ভালবাসা ও আন্তরিকতার কারণে তার এই অবস্থা

www.dawateislami.net

হয়ে গেল যে, সে এক মূহুর্তের জন্যও আমার থেকে আলাদা হওয়াটা সহ্য করত না। আমার এই অপারগ ও প্রতিবন্ধী স্ত্রীর খাতিরে আমার বন্ধুদের অনুষ্ঠানে যাওয়া ছেড়ে দিলাম এবং অধিক সময় তার নিকট অতিবাহিত করতে লাগলাম, যাতে ঐ বেচারির মন খুশি থাকে এবং সে যেন হীনমণ্যতার স্বীকার না হয়। এইভাবে আমি আমার জীবনের ১৫ বছর এই প্রতিবন্ধী স্ত্রীর সাথে কাটালাম। মাঝে মাঝে আমি এতটা যন্ত্রণায় ভূগতাম যে আমার মনে হতো যেন আমাকে জ্বলন্ত কয়লার উপর রেখে দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমি কখনো তার কাছে সেটা প্রকাশ করিনি। শেষ পর্যন্ত সে ১৫ বছর পর মারা গেলো। আমার এই প্রতিবন্ধী স্ত্রীর প্রতি আমার যে ভালবাসা ছিল তা পূরণ করতে এবং তাকে সর্বত্র খুশি রাখার জন্য আমি যা যা আমল করেছি তা আমার নিকট অনেক প্রিয়।

(উয়ূনুল হিকায়াত, (অনুবাদকৃত) ২/৬৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

স্ত্রীকে মূল্যায়ন করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! “স্ত্রী”ও আল্লাহ পাকের একটি নিয়ামত। আল্লাহ পাক স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালবাসা ও স্নেহের বন্ধন সৃষ্টি করেছেন, কিছু অপদার্থ নিজের স্ত্রীকে মানুষও মনে করে না, বেচারী বিয়ের পর স্বামীর ঘরে আসে, তখন সকাল-সন্ধা স্বামী, শাশুড়ি, ননদদের খিদমত ও ঘরের অন্যান্য কাজকর্ম করার পর যদি

www.dawateislami.net

কোন দিন সামান্য মাথা হয়ে যায় বা ক্লান্তির কারণে একটু বিশ্রামে যায় তাহলে বকবক শুরু হয়ে যায়, যেন সে ভান করছে এবং আল্লাহর পানাহ! এক্ষেত্রে গীবত, অপবাদ করা থেকেও বিরত থাকেনা, অবশ্যই অন্যান্য মানুষের মতো স্ত্রীও একজন মানুষ, এই আল্লাহর বান্দী বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্বামীর নিকট এসেছে, স্বামীর উচিত তার সুখ, দুঃখ, খুশি, পেরেশান এবং অসুস্থতা ইত্যাদিতে সমান অংশিদার হওয়া। একইভাবে স্ত্রীকে "শরীকে হায়াত" অর্থাৎ জীবন সঙ্গীনী বলা হয়, যদি সে স্বামীর জীবন সঙ্গীনী হয়ে থাকে তাহলে স্বামীকেও তার জীবনের প্রতিটি কোমল, কঠিন মূহুর্তে "জীবন সঙ্গী" হিসেবে বেঁচে থাকা উচিত।

ইসলামে নারীর মর্যাদা

ইসলামের পূর্বে নারীদের কোন মূল্য ছিল না। সে মা হোক বা স্ত্রী, কন্যা হোক বা বোন, মহিলার সম্মান ও ইজ্জতের কোন কল্পনাই ছিল না। যদি কন্যা সন্তান হতো আল্লাহর পানাহ! জন্ম নিতেই তাকে জীবন্ত দাফন করে দিতো, স্ত্রী হলে তাকে পায়ের জুতা মনে করত। আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহের উপর কুরবান হয়ে যান তিনি আমাদের তাঁর পছন্দনীয় শ্রেষ্ঠ ধর্ম "ইসলাম" এর মধ্যে সৃষ্টি করেছেন যেটা সকল দুনিয়াবী ও দ্বীনি আদর্শ দ্বারা সজ্জিত। ইসলাম ঐ প্রিয় ধর্ম যেটা মানুষ তো মানুষ, পশুদেরও হক বর্ণনা করেছে এবং মহিলাদের মৌলিক অর্থে "সম্মান" ইসলামই দিয়েছে, কুরআনে পাকে মহিলাদের হকসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে পৃথিবীর মহিলাদের মান-মর্যাদার হেফাযত করেছে। ইসলামের

www.dawateislami.net

মধ্যে মা হওয়ার দিক দিয়ে মহিলাদের যেই সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে সেটা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মে নেই। একইভাবে ইসলাম স্ত্রী, বোন এবং কন্যাদের যেই নিরাপত্তা দিয়েছে সেটা অন্য কোন ধর্মে দেয়া হয়নি। আল্লাহ পাক! আমাদের সব সময় ইসলাম ও ইসলামী বিধানের উপর অটল রাখুক এবং ঈমান ও সহজতার সাথে সবুজ গম্বুজের ছায়াতলে শাহাদাত দান করুন।

اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ইসলামে স্ত্রীর হকসমূহ

শ্রেষ্ঠ ধর্ম "ইসলাম" স্ত্রীর হকসমূহ বিশদভাবে আলোচনা করেছেন, কুরআনুল কারিমের মধ্যে স্ত্রীদের সাথে সদাচারণ সম্পর্কে পারা ৪, সূরা নিসা, আয়াত ১৯ এ কিছুটা এভাবে বলা হয়েছে:

وَعَاشِرُوۡهُنَّ بِالۡمَعۡرُوۡفِ ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "আর তাদের সাথে সদাচারণ করো।"

আল্লামা বায়যাবী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡه এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: "স্ত্রীদের সাথে সুন্দর আচরণ করা এবং সকল কাজে তাদের সাথে ন্যায় বিচার করা তাদের সাথে সদাচারণ করার নামান্তর।"

(তাফসীরে বায়যাবী, পারা ৪, সূরা নিসা, আয়াতের ব্যাখ্যা: ১৯, ২/১৬৩ পৃষ্ঠা)

সদাচারণের একটি ব্যাখ্যা এটাও করা হয়েছে, যেটা নিজের জন্য পছন্দ করো, তাদের জন্যও সেটা পছন্দ করো।

(তাফসীরে খাযিন, পারা ৪, নিসা, আয়াতের ব্যাখ্যা, ১৯, ১/৩৬০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

কুরআনী বিধান মোতাবেক স্ত্রীদের সাথে সদাচারণ করার উত্তম দৃষ্টান্ত আল্লাহ পাকের শেষ নবী মুহাম্মদে আরবি হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জীবনী। সুতরাং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهٖ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِىْ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে উত্তম হলো সে যে নিজের পরিবারের নিকট ভাল আর তোমাদের মধ্যে পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম আচরণকারী হলাম আমি। (তিরমিযি, ৫/৪৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৯২১)

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেন: বড় চরিত্রবান (উত্তম আদর্শের অধিকারী) হলো সে যে নিজের স্ত্রী সন্তানদের নিকট ভাল তাদের সাথে সব সময় ভাল থাকে, অপরিচিত লোকদের সাথে ভাল হওয়াটা সফলতা নয় কেননা তাদের সাথে সাক্ষাত মাঝে মধ্যে হয়ে থাকে।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৫/৯৬ পৃষ্ঠা)

উত্তম কে?

আল্লাহ পাকের প্রিয় সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: মু'মিনদের মধ্যে পরিপূর্ণ মু'মিন হলো সচ্চরিত্রবান আর তোমাদের মধ্যে উত্তম হলো সে যে নিজের স্ত্রীদের নিকট ভাল।

(তিরমিযি, ২/৩৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১৬৫)

"মিরাতুল মানাজিহ" কিতাবে রয়েছে: উত্তম চরিত্র ঐ স্বভাব যেটা আল্লাহ ও রাসূল পছন্দ করেন এবং সৃষ্টিও, এটা অনেক কঠিন যার এটি নসীব হয়ে যায় তার উভয় জগত সুন্দর হয়ে যায়। কেননা স্ত্রী তার সব প্রিয়জনদের ছেড়ে চলে যায় শুধুমাত্র তার স্বামীর জন্য, স্বামীও যদি তার উপর অত্যাচার করে তাহলে সে কার হয়ে থাকবে,

www.dawateislami.net

দূর্বলের উপর দয়া করা আল্লাহ পাকেরও সুন্নাত এবং রাসূলে পাকেরও সুন্নাত। (মিরাতুল মানাজিহ, ৫/১০১ পৃষ্ঠা)

২০ বছর পর্যন্ত অন্ধ

এক ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিয়ে করল। যখন বিদায়ের দিন ঘনিয়ে আসল তখন ঐ মহিলার গুটিবসন্ত (এমন একটি রোগ যেটার কারণে মুখে বিচি উটে যায়) দেখা দিল। এই কারণে তার পরিবারের লোক অনেক পেরেশান হয়ে গেলো এবং তাদের এই ভয় হলো যে এখন স্বামী তাকে অপছন্দ করবে তো ঐ নেককার ব্যক্তি লোকজনের মাঝে এটা প্রকাশ করল যে তার চোখে ব্যথা রয়েছে, এরপর সে লোকজনের মধ্যে এটা প্রকাশ করে দিল যে তার চোখের দৃষ্টি চলে গেছে, শেষ পর্যন্ত ঐ মহিলা বিদায় নিয়ে তার নিকট এসে গেলো এবং ছেলে পক্ষের পেরেশান দূর হয়ে গেলো। ঐ মহিলা সেই নেককার ব্যক্তির বিবাহ বন্ধনে ২০ বছর পর্যন্ত রইলেন (কিন্তু সে এইভাবেই অন্ধ হয়ে রইলো) যখন ঐ মহিলার ইন্তিকাল হয়ে গেল তখন সে নিজের চোখ খুলে দিল। যখন ঐ ব্যক্তির এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হল তো তিনি উত্তর দিলেন: আমি এই মহিলার পরিবারের লোকদের খাতিরে এরকম করেছি যাতে তারা পেরেশান ও চিন্তিত না হয়। তার নিকট আরজ করা হলো যে, উত্তম আচরণে আপনি আপনার ভাইদের উপর প্রাধান্য লাভ করেছেন। (ইহয়াউল উলুম, ৩/৩১৮ পৃষ্ঠা) আল্লাহ পাকের রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তার সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মহিলাদের ব্যাপারে ইসলামী শিক্ষা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাগণ নিজেদের জীবন সঙ্গীনী অর্থাৎ স্ত্রীর সুখ, দুঃখে সমান অংশিদার হতো এবং এক্ষেত্রে যুগের তিরস্কারের ভয় করতেন না। আজকাল কিছু প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মহিলাদের হকসমূহের কথা বলে থাকে, কিন্তু একনিষ্ঠ নিয়্যতে কুরআনী বিধান, ইসলামী শিক্ষা ও হাদীসে মোবারকা অধ্যয়ন করলে তখন বুঝা যাবে যে মহিলাদের হকের ব্যাপারে যেভাবে ইসলাম বলে দিয়েছে সেভাবে পূর্বের ১৫শত বছরে কেউ বলেনি, এই পর্যন্ত যে, ইসলামে স্বামীর জন্য স্ত্রীকে পানি পান করানোর সাওয়াবের কথাও বলা হয়েছে। সুতরাং হযরত ইরবায বিন সারিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যে, রাসূলে করিম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় লোক যখন স্ত্রীকে পানি পান করায় তো তাকে (সেটার) প্রতিদান দেয়া হয়।" সাহাবীয়ে রাসূল বলেন যে অতপর আমি আমার স্ত্রীর নিকট আসলাম, তাকে পানি পান করালাম আর এই হাদীসে পাক শুনালাম। (মু'জামে কবির, ১৮/২৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৪৬) একইভাবে অন্য এক হাদীসে পাকে রয়েছে নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য তোমরা যাই খরচ করো সেগুলোর প্রতিদান দেয়া হবে এই পর্যন্ত যেই গ্রাস তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের মুখে তুলে দাও (সেটারও সাওয়াব পাবে)। (বুখারী, ১/৪৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৯৫)

এখন যেই ধর্ম স্ত্রীকে পানি পান করানোর সাওয়াবের কথা বলেছে সেই ধর্ম স্ত্রীর উপর জুলুম অত্যাচার করার জন্য কিভাবে

www.dawateislami.net

অনুমতি দিতে পারে? বর্তমানও অমুসলিম সমাজে মহিলাদের অবস্থার দিকে নজর দিলে হৃদয় কেঁপে উঠে। যদি দুনিয়ার মহিলারা নিজেদের মান-সম্মানের হেফাযত করতে চাই তাহলে তাদের উচিত পরিপূর্ণভাবে ইসলামের ছায়াতলে এসে যাওয়া, اِنْ شَآءَ الله দুনিয়াতেই নয় শুধু বরং পরকালও সুন্দর হয়ে যাবে। আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী বুযুর্গানে কেরামের জীবনী স্বরণ করিয়ে দিতে চাই। "দা'ওয়াতে ইসলামী" ঘৃণাসমূহ দূর করে এবং ভালবাসার সুধা পান করায়। অসুস্থ স্ত্রীর বছর ধরে খিদমত করার একটি সতেজ ঘটনা পাঠ করুন যেটাতে বিশ্বস্ত স্বামী অনেক বছর ধরে নিজের স্ত্রীর মাল, জান ও সময়ের খিদমত করেছে। জি হ্যাঁ! তিনি হলেন আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী মাওলানা হাজী আবু উসাইদ উবাইদ রেযা আত্তারী মাদানী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي 'র জীবনের একটি অবিস্মরনীয় ঘটনা এবং প্রায় ১৪ বছর "জীবনের সফর"।

আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীর বিবাহ

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর হজ্বের পর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সুন্নাতে ভরা আন্তর্জাতিক ইজতিমা মূলতান শরীফে ১০ শা'বান ১৪২৪ হিজরী মোতাবেক ২০০৫ সালে আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীর সুন্নাতী বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় একবছর দুই মাস পর আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বিলাদত শরীফে ১০ শাওয়াল ১৪২৫ হিজরীতে (নববধূ তার) পরিবার থেকে আলাদা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه! শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল কাজ শরীয়তের বিধান মোতাবেক সম্পন্ন হয়েছে এবং বিয়ের পর হাসি-খুশিতে জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন।

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী হাজী উবাইদ রেযা "আব্বা" হলেন

আল্লাহ পাক ২১ রবিউল আওয়াল ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ১০ এপ্রিল ২০০৭ এ আত্তারের বাগানে সুগন্ধিময় "কলি" কন্যার আকৃতিতে দান করেন, আর এইভাবে আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী "পিতা" হয়েগেলেন।

বরকত ওয়ালা মহিলা

যেই মহিলার প্রথম বাচ্চা কন্যা সন্তান হয় এরকম মহিলা বরকত সম্পন্ন হয়ে থাকে, যেমন সাহাবীয়ে রাসূল হযরত ওয়াছিলা বিন আসকা' رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত নবী করিম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মহিলার বরকত এটা যে তার থেকে প্রথমবার কন্যা সন্তান হওয়া।" (তারিখে ইবনে আসাকির, ৪৭/২২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০১৯৬)

এই হাদীসে পাক থেকে কুসংস্কার মূল থেকে দূর হয়ে উচিত যেসব জায়গায় প্রথমবার কন্যা সন্তান জন্ম নিলে ঐ বাচ্চার মাকে "অশুভ" মনে করা করা, মনে রাখবেন! কন্যা সন্তান জন্ম হওয়াতে ঘাবড়ানো এটা কাফিরদের পদ্ধতি সুতরাং মুসলমানদের উচিত কন্যা সন্তান হলে ঘাবড়ানোর পরিবর্তে আল্লাহ পাকের শোকরিয়া আদায় করা আর যেই মহিলা থেকে প্রথম সন্তান কন্যা হয়েছে তাকে অশুভ মনে করার পরিবর্তে মোবারক মনে করা।

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাতের আনন্দ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه "দাদা" হলেন। দাদাজানের খুশিও দেখার মতো ছিল। প্রথম নাতনীর আগমণে আকিকার অনুষ্ঠান মাহে আব্দুল কাদির রবিউল আখিরের ৫ তারিখে আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীর ঘরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ করিম! আমীরে আহলে সুন্নাতের বংশের উপর অধিকহারে আনন্দ দান করুক এবং আত্তারের বংশকে নিরাপদ রাখুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

পরীক্ষা আরম্ভ

২০০৮ সালে, আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী এবং তাঁর স্ত্রী (যার উপনাম উম্মে উসাইদ আত্তারীয়া) এর জন্য বড় পরীক্ষার বছর হিসেবে সাব্যস্ত হয়, একদিকে কন্যাকে পানির স্বল্পতার কারণে হসফিটালে ভর্তি করানো হয়, অন্যদিকে বাচ্চার মায়ের অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে যায়। ডাক্তারের কথা অনুযায়ী টেষ্ট করানো হলে রিপোর্ট সঠিক আসল কিন্তু রোগের কোন পরিবর্তন না হওয়ায় (M.I.R) করানো হয় তো অভিজ্ঞ ডাক্তার আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীকে কান্নারত অবস্থায় ফোন করে রোগ এবং রিপোর্ট বলল, যেটা তাঁর জন্য অনেক বড় একটি বেদনা ছিল। قَدَّرَ اللهُ وَمَاشَاءَ فَعَلَ অর্থাৎ আল্লাহ পাক যেটা চেয়েছেন সেটা হয়েছে। ডাক্তারদের নিকট ঐ রোগের কোন চিকিৎসা ছিল না আর তাদের কথা ছিল এই রোগ

www.dawateislami.net

ভাল হওয়ার পরিবর্তে দিন দিন বৃদ্ধি পায়। দা'ওয়াতে ইসলামীর মহান ব্যক্তিত্ব "আমীরে আহলে সুন্নাত" এর বড় শাহজাদা হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর তানযিমি দায়িত্ব ও অন্যান্য ইলমী কাজে প্রভাব পড়ল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه! আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী তখনো তাঁর সম্মানীত পিতার আকাংখা মোতাবেক দরসে নিযামী শেষ করার পর "তাখাসসুস ফিল ফিকহ" অর্থাৎ মুফতী কোর্স করছিলেন। একদিকে নতুন নবজাতককে লালন-পালন, অন্যদিকে নিজের ব্যস্ততা, ঘরের কাজকর্ম আর এখন এই পরীক্ষা...!!!

সহপাটির বর্ণনা

আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীর একজন ক্লাসমেন্ট মাদানী ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হলো আমি এবং আরও দুইজন ইসলামী ভাই আমীর আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীর বাসায় মিলেমিশে সবক পড়তাম। একবার আমি এই অবস্থায় বাসায় উপস্থিত হলাম তো দেখলাম তিনি বাসার কাজে ব্যস্ত রয়েছে, যেহেতু আমরা দুই তিনজন ইসলামী ভাইদেরকে তিনি তাঁর পরিবারের এই বিপদের কথা অনেকদিন পর বলেছিলেন এজন্য আমি সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁর পরিবারের কাজে সহযোগিতা করতে লাগলাম কিন্তু আমি আর কতো করব, শেষ পর্যন্ত আমিও চলে আসলাম। অতপর মাঝে মাঝে গিয়ে পরিবারের কিছু কাজ করে দিতাম। কিন্তু শাহজাদা হুযুরের সাহস ও আগ্রহের প্রতি লাখো সালাম এই বিপদের মূহুর্তেও তিনি নিজের অসুস্থ স্ত্রীকে পাকিস্থানের বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে থাকেন। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়, দিন-রাত

www.dawateislami.net

পরিশ্রম, শারিরিক, আর্থিক এবং সময়ের অনেক কুরবান দিতে রইলেন।

আত্তারের শিক্ষার প্রতি লাখো সালাম

এই কঠিন মুহুর্তে অনেক পরিচিত লোক পরামর্শ দিল যে যেহেতু এখন এর অবস্থা ভাল নেই তো এহেন অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করা তো জরুরী নয়, একে বাদ দিয়ে অন্য আরেকটি বিয়ের চিন্তা করুন। কিন্তু যেমনটি বড়দের কাজও বড় হয়ে থাকে ঠিক তেমনি বড়দের চিন্তাধারাও বড় হয়ে থাকে। তিনি বললেন: খোদা না করুক যদি আমি এরকম রোগে আক্রান্ত হতাম তাহলে নিশ্চয় আমি এটা চাইতাম যে আমার খিদমত করা হোক, এখন এ অসুস্থ হলো তো আমি তাকে ছেড়ে দিব না এবং আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব এর চিকিৎসা ও খিদমত অবহ্যাত রাখব। এ আল্লাহর বান্দীনীটি আমার অধীনে রয়েছে আমি তাঁর খিদমত করি তো হয়তো তাঁর কারণে আমার ক্ষমা হয়ে যাবে।

এ জানেশীনে আমীরে আহলে সুন্নাত এ জানেশীনে আমীরে আহলে সুন্নাত
তু সদা রেহে সালামত তুঝ পর হো রব কি রহমত

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আন্তরিকতা

যেহেতু উম্মে উসাইদের অবস্থা এমন ছিল না যে ঘরের কাজকর্ম, রান্না, ধৌত করার কাজ করতে পারবে সুতরাং তিনি তাঁর সৌভাগ্যবান স্বামীকে নিজের খিদমত ও অন্যান্য কাজে ব্যস্ততা

www.dawateislami.net

দেখে তো অনেকবার বললেন যে, “আমি আর সুস্থ হবো না আপনি চান তো আমাকে ছেড়ে অন্য কাউকে বিয়ে করে নিন যাতে আপনি সুন্দর জীবন-যাপন করতে পারেন” কিন্তু বিশ্বস্ত স্বামীর কথা এটা ছিল যে “বিশ্বাস এটা নয় যে আপনার উপর এমন পরিস্থিতি আসল তো আমি আপনাকে ছেড়ে দিব, আমি আপনাকে এই অবস্থায় ছেড়ে দিব না: অতপর উম্মে উসাইদ স্বয়ং নিজেই তাঁর জন্য পারিবারিক ও বংশীয় অবস্থা সামনে রেখে প্রথমে অন্য আরেকটি স্ত্রীর পরিবারের লোকদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে তাঁর অন্য একটি বিয়ে হলো। আল্লাহ পাক তাকে ঐ স্ত্রী (যার উপনাম উম্মে জুনাইদ) থেকে আজ পর্যন্ত ২২ মুহররম ১৪৪৪ হিজরীতে তিনটি সন্তান (একজন কন্যা ও ছেলে) দ্বারা ধন্য করেন।

নামাযের প্রতি ভালবাসা

উম্মে উসাইদ আত্তারীয়া নামাযের সময় শুরু হতেই নামায পড়ে নিতেন। এক ইসলামী ভাইয়ের স্ত্রীর বর্ণনা হলো যে আমাকে উম্মে উসাইদ বলেছে: আমি আপনাকে নসীহত করছি যে যখনই নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় নামায পড়ে নিয়েন।

অযু অবস্থায় থাকার জযবা

উম্মে উসাইদ আত্তারীয়ার অসুস্থতার সময়সীমা কম্পক্ষে ১৪ বছর তিনি এরমধ্যে পবিত্রতার দিকে বিশেষ নজর রাখতেন এবং অধিকহারে অযু করতেন। যখন শারিরিক অবস্থা বেশি খারাপ থাকার কারণে অযু করতে সমস্যা হতে লাগল তো যোহরের পর

www.dawateislami.net

যতটুকু সম্ভব খানা-পিনা থেকে নিজে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতেন যাতে অযু ভঙ্গ হয়ে না যায় অতপর এশারের নামাযের পর খাবার ইত্যাতি খেতেন।

রমযানুল মোবারকের রোযা ও ইতিকাফ

উম্মে উসাইদ আত্তারীয়ার রমযানুল মোবারকের রোযার প্রতি বিশেষ ভালবাসা ছিল। চিকিৎসার জন্য সফর অবস্থায়ও রোযা ছাড়তেন না বরং বড় দিন সমূহ (১২ রবিউল আওয়াল শরীফ, আশুরা, ২৭ রজব, ১৪ শা'বান ইত্যাদির) রোযাও রাখতেন। এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হলো তার মাতার বয়স প্রায় ৭২ বছর, ৭০ বছর বয়সে তার মা কখনো রমযানুল মোবারকে ইতিকাফের সৌভাগ্য অর্জন করেননি। সৌভাগ্যক্রম তার উম্মে উসাইদের সংস্পর্শে কিছু সময় অতিবাহিত করার সুযোগ হলো যেটার বরকতে দুই বছর ধরে ধারাবাহিক রমযানুল মোবারকে পুরো মাস ইতিকাফ করার সৌভাগ্য অর্জন হচ্ছে। اَلْحَمْدُلِلّٰه

নিরাময়ের দোয়া

শাহজাদায়ে আত্তার এটা ভেবে আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট তাঁর স্ত্রীর ব্যাপারে বলতেন না যে কখন আবার তাঁর দ্বীনি কাজের বেঘাত ঘটে না যায় এবংকি এতে এই ভাল নিয়্যতও হতো যে সম্মানীত পিতা যেন পেরেশান না হয়। কথা এখানেই শেষ নয় বরং আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরীর মাদানী চিন্তাধারা প্রতি শতকোটি মোবারকবাদ! তিনি যতটুকু সম্ভব অসুস্থ স্ত্রীর আম্মাকে

www.dawateislami.net

পর্যন্ত শরীর খারাপ ইত্যাদির কথা বলতেন না যাতে তার পেরেশান যেন বেড়ে না যায়। তিনি বলেন: আমি আরোগ্যের জন্য দোয়া করেছি এবং সব সময় এই দোয়া করেছি যে সে যেন ঠিক হয়ে যায় আর যদি তার কপারে সুস্থতা না থাকে তাহলে রোগ এরচেয়ে যেন বৃদ্ধি না পায়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা বার বার নিজেদের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করতে থাকি। বন্ধুদের, আত্মীয়দের বলে তাদের সহযোগিতা আশা করি। কিন্তু مسبّبُ الْاَسباب (অর্থাৎ কারণ সৃষ্টিকারী) আল্লাহ পাক যিনি আমাদের হাকিকি মালিক এবং যিনি সত্যিকারের সমস্যা সমাধান করতে পারে তার দরবারে দোয়া করি না। পেরেশানী বাহ্যিকভাবে দূর হোক বা না হোক, দোয়া অবশ্যই করা উচিত কেননা দোয়া হলো মু'মিনের তলোওয়ার।

উম্মে উসাইদের কিছু স্বভাব

আমীর আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী বলেন: বার বার আমাকে উম্মে উসাইদ তাওবা করানোর জন্য বলতে থাকতেন। আরো বলতেন: এই গরীবের খিয়ার রাখবেন, বাড়িতে যে খালা কাজ করত তার সাথেও সুন্দর আচরণ করত, তার হাতে টাকা থাকত না। কেউ এসে তার দূঃখ বুঝায় তো তিনি তাকে টাকা দিয়ে দিতেন। তিনি নাতে রাসূল খুবই আগ্রহের সাথে শ্রবণ করতেন, অধিকাংশ সময় মাদানী চ্যানেল দেখত। ২০১০ সালে মদিনা শরীফে সফরের জন্য চেষ্টা করেছিল কিন্তু হাজিরি থেকে বঞ্চিত রইল।

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রতি ভালবাসার ধরন

উম্মে উসাইদ আত্তারীয়া আমীর আহলে সুন্নাতকে অত্যন্ত ভালবাসতেন, এ অধিকাংশ সময় ঘরে আমীরে আহলে সুন্নাত তাশরিফ আনার অপেক্ষায় থাকত। অসুস্থ হওয়ার পূর্বে যখন তিনি স্বয়ং নিজে খাবার-দাবার রান্না করত তখন আমীরে আহলে সুন্নাতের আহার করা হাঁড়সমসূহ ইত্যাদি ফেলতে দিতো না।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের সমাজে দুইজন কন্যাকে শরয়ী বিধান মোতাবেক রাখা সহজ নয়, বাহারে শরীয়তের খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৯৫ তে রয়েছে: যার দুইজন বা তিনজন অথবা চারজন স্ত্রী রয়েছে তার উপর ন্যায় বিচার করা ফরয, অর্থাৎ যেই জিনিসই নিতে চাই, তাদের সকল স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বজায় রাখবে অর্থাৎ প্রত্যেককে তার পুরো হক দিবে। পোশাক, ভরণ-পোষণ এবং বসবাস ও জীবিকা নির্বাহের যাবতীয় হকসমূহ পুরো আদায় করা।

দুইজন স্ত্রীর হকসমূহ

মুফতি মুহাম্মদ হাশিম আত্তারী سَلَّمَهُ الْبَارِى যিনি জানেশীনে আমীরে আহলে সুন্নাতের ওস্তাদও, তিনি বলেন: শাহজাদায়ে আত্তার স্ত্রীদের হকের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে থাকতেন, এটা পর্যন্ত যে এমন একটি জিনিস যেটা দ্বিতীয় স্ত্রীকে দিয়েছে অথচ সেটা প্রথম স্ত্রীর প্রয়োজন নেই যেমন মোবাইল, তো যেহেতু শরয়ী দৃষ্টিতে ন্যায় বিচার করা জরুরী সুতরাং তিনি শরয়ী দিক নির্দেশনা নিয়ে

www.dawateislami.net

মোবাইলের অর্থ প্রথম স্ত্রীর অভিভাবককে[১] দিতেন যেন সে প্রয়োজন হলে ঐ টাকা খরচ করতে পারে কদমে কদমে শরয়ী নির্দেশনা নিতেন এবং শরীয়তের আইন মোতাবেক সকল কাজ সম্পাদন করা আমীরে আহলে সুন্নাতের অন্যতম বৈশিষ্ট।

শেষ মূহুর্তেও স্ত্রীদের সাথে সুন্দর আচরণ করার অসিয়ত

নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাহিরি ওফাত শরীফের পূর্বে বলেছেন: নামায, নামায এবং তারা তোমাদের হাত যাদের মালিক হয়েছ তাদের কষ্ট দিওনা যা তারা সহ্য করার ক্ষমতা রাখে না, মহিলাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাককে ভয় করো, তারা তোমাদের হাতে বন্দি রয়েছে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ পাকের আমানত হিসেবে নিয়েছ।

(মুসনদ ইমাম আহমদ, ১০/১০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮২৫৪। মুসলিম, ৪০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৯৫০)

উত্তম স্বামী হলো সে!

(১) যে নিজের স্ত্রীর সাথে নম্রতা প্রফুল্লতা ও সদয় আচরণ করে।

(২) যে নিজের স্ত্রীদের হক আদায় করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার উদাসীনতা করে না।

(৩) যে তার স্ত্রীর বদ মেজাজ ও মন্দ আচরণে ধৈর্যধারণ করে।

(৪) যে তার স্ত্রীকে নিজের আরাম আয়েশে সমান অংশীদার মনে করে।

---

১. স্ত্রীর অভিভাবক তার ছেলে যদি ছেলে না থাকে তাহলে তার পিতা আর যদি সে না থাকে তাহলে তার ভাই হবে যেহেতু উম্মে উসাইদের কোন ছেলে সন্তান ছিল না এবং পিতাও জীবিত ছিল না এজন্য ঐ টাকা তিনি তার ভাইয়ের হাতে দিয়ে দিতেন।

www.dawateislami.net

(৫) যে নিজের স্ত্রীর উপর জুলুম এবং কোন প্রকার অপ্রয়োজনীয় কটু কথা বলে না।

(৬) যে নিজের স্ত্রীর কষ্ট, অসুস্থতা এবং দুঃখে তার স্ত্রীর ভালবাসা, যত্ন এবং আন্তরিকতার প্রমাণ দেয়।

(৭) যে নিজের স্ত্রীর জন্য ব্যয় করার ক্ষেত্রে কৃপণতা ও অলসতা করে না। (জান্নাতী জেওর, ৮৪-৮৫ পৃষ্ঠা)

রোগের তীব্রতার দিন

রজুবল মুরাজ্জব ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ২০১৯ সালে উম্মে উসাইদ আত্তারীয়ার রোগ বেড়েগেলো, শা'বনুল মুয়াজ্জম এবং রমযানুল মোবারকে শারিরিক অবস্থা আরো বেশি খারাপ হয়েগেলো এবং শাওয়াল মাসে রোগ তীব্র আকার ধারণ করে। জানেশীনে আমীরে আহলে সুন্নাত তার চিকিৎসা ও খিদমতে খুব চেষ্টা করলেন এই পর্যন্ত যে তাঁর স্ত্রী বলতেন যে "আমার স্বামী আমার পিতার কমতি পূরণ করেছে।"

শেষ মূহুর্ত

উম্মে উসাইদ আত্তারীযা হায়দারাবাদের হসফিটালে ভর্তি ছিল। আর শেষ পর্যন্ত রোগের সাথে সাথে মহামারী করোনাও হয়েগেলো। ২০১৯ থেকে ২০২২ এর সময়টা তার জন্য অনেক কষ্টকর ছিল। ৫ মুহররম ১৪৪৪ মোতাবেক ৫ আগষ্ট জুমা মোবারকের সকালে জানশীনে আত্তার তাঁর কাজে পাঞ্জাব থেকে ফিরে আসছিলেন, উম্মে উসাইদ আত্তারীয়ার ভাই আব্দুল ওয়াহিদ

www.dawateislami.net

আত্তারী ফোন করল যে অবস্থা অনেক খারাপ আপনি খুব দ্রুত তাশরিফ নিয়ে আসুন, আল্লাহ পাকের দয়া ওফাতের দশ বা পনের মিনিট পূর্বে জানশীনে আমীরে আহলে সুন্নাত তাঁর শাহজাদীকে সাথে নিয়ে মরহুমার নিকট পৌঁছে গেলেন, মরহুমা তার কন্যা ও স্বামীর সাথে সাক্ষাতের একটু পরেই করোনার কারণে নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ মনে রাখবেন করোনায় মৃত্যুবরণ কারীকে ওলামায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام শহীদ বলে থাকেন। মরহুমার ইন্তিকাল জুমার দিন হয়েছে, ঐদিন মৃত্যুবরণকারীরও কেমন মর্যাদা।

জুমার দিন মৃত্যুবরণ করার ফযীলত

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে (ব্যক্তি) জুমার দিন ইন্তিকাল করে তার জন্য শহীদের সাওয়াব লিখা হয় এবং সে কবরের পরীক্ষা থেকে নিরাপদ থাকে।

(তা'যিয়াতুল মুসলিম আন আখিয়া, ৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১১)

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: সাহাবীয়ে রাসূল হযরত জাবির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত যে নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি জুমার রাত অথবা জুমার দিন ইন্তিকাল করে সে কবরের আযাব থেকে হেফাযত থাকবে এবং কিয়ামতের দিন এই অবস্থায় আসবে যে তার উপর শহীদের মোহর থাকবে।

(হুলয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৬২৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইন্তিকালে খোদাভীতি

রুকনে শূরা হাজ্বী আযহার আত্তারীর বর্ণনা হলো যে উম্মে উসাইদ আত্তারীয়ার ইন্তিকালের সময় যখন আমি জানশীনে আত্তারের নিকট তা'বীযাতের জন্য ফোন করেছি তো ফোনে জানশীনে আমীরে আত্তার কান্না করে বলতে লাগলেন: আমার ভয় হচ্ছে যে তার খিদমতে আমার কোন কমতি হয়নি তো।

উম্মে জুনাইদ আত্তারীয়ার বর্ণনা

সাধারণত যার দুইজন স্ত্রী থাকে তাদের পরস্পরের মধ্যে মিল হওয়া খুবই মুশকিল হয়ে থাকে আল্লাহ পাক আত্তারের বংশের উপর রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করুক, যখন উম্মে উসাইদ আত্তারীয়ার ইন্তিকাল হলো তো জানশীনে আমীরে আহলে সুন্নাতের দ্বিতীয় স্ত্রী উম্মে জুনাইদ আত্তারীয়া আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে সমবেদনা জ্ঞাপন করতে গিয়ে এভাবে বলেন: سُبْحٰنَ الله গোসল দেয়ার পর উম্মে উসাইদ আত্তারীয়ার চেহারা আপন-আপনি কিবলামুখি হয়েগেছে এবং চেহারা অনেক নুরানী ছিল। আন্তর্জাতিক মাদানী মারকাজ ফয়যানে মদিনাতে জুমার নামাযের পর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মরহুমার জানাযার নামায পড়িয়েছেন এবং খাটিয়া কাঁদে নিয়েছেন।

দাফনে পর বৃষ্টি

আসরের নামাযের পরপরই উম্মে উসাইদ আত্তারীয়াকে করাচি টোল প্লাজার কাছে চেহরায়ে মদিনাতে দাফন করা হয়,

www.dawateislami.net

দাফনের সময় আরাকিনে শূরা, দা'ওয়াত ইসলামীর যিম্মাদারগণ, মরহুমার আত্মীয়-স্বজন এবং অন্যান্য আশিকানে রাসূলগণ উপস্থিত ছিলেন। মরহুমার ভাই যখন কবরে নামলেন তো রুকনে শূরা হাজ্বী আমিন আত্তারী দোয়া করছিলেন তখন হঠাৎ হালকা বৃষ্টি শুরু হয়েগেলো। আল্লাহ পাক! মরহুমাকে বিনা হিসাবে মাগফিরাত দান করুক এবং তাঁর কবর আলোকিত করুক।

اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

রওশন কর কবর বে-কসোঁ কি এ শময়ে জামালে মুস্তফায়ি
মেরে শবে তার দিন বানা দেয় এ শময়ে জামালে মুস্তফায়ি

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

দাফন করার সময় বৃষ্টি হওয়াটা শুভনীয়

আমার আকা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: (দাফনের পরপরই) রহমতের বৃষ্টি শুভনীয় (অর্থাৎ ভাল লক্ষণ) বিশেষ করে যদিওবা এটি নিয়মের পরিপন্থী হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৩৭৩ পৃষ্ঠা)

ফাতেহা ও ইছালে সাওয়াব

মরহুমার ইছালে সাওয়াবের জন্য ইসলামী বোনদের মধ্যে ৬ মুহররম ১৪৪৪ হিজরি শনিবার দুপুর ৪টা থেকে ৬টা এবং ৭ মুহররম ১৪৪৪ হিজরি ইসলামী ভাইদের মধ্যে রবিবার আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত ফাতেহার ব্যবস্থা করা হয়। অসংখ্য আশিকানে রাসূলগণ উম্মে উসাইদ আত্তারীয়াকে নিজেদের বিভিন্ন নেকীসমূহ ইছালে সাওযাব করেন সেগুলোর কিছু তালিকা:

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাতের পুত্রবধূ উম্মে উসাইদ আত্তারীয়ার জন্য ইছালে সাওয়াব (০৭ আগষ্ট ২০২২)			
ইছালে সাওয়াব	মোট সংখ্যা (অংকে)	মোট সংখ্যা (কথায়)	**Total figure (in English)**
কুরআনে করিম	৮৭৫৮৪	সাতাশি হাজার পাঁচশ চুরাশি	Eighty Seven Thousand Five Hundred Eighty Four
বিভিন্ন অযিফা	১০২৩৬৪	একলাখ দুইজার তিনশ চৌষট্রি	One Lac Two Thousand Three Hundred Sixty Four
সূরা ইয়াসিন	১০১৬৭২৮	দশ লাখ ষোল হাজার সাতশ আটাশ	Ten Lac Sixteen Thousand Seven Hundred Twenty Eight
সূরা মূলক	৯১৮০৪৬	নয় লাখ আটার হাজার ছেচল্লিশষ	Nine Lac Eighteen Thousand Forty Six
কালিমায়ে তায়্যিবা	৭১১২৮৭১৪	সাত কোটি এগার লাখ আটাশ হাজার সাতশ চৌদ্দ	Seven Caror Eleven Lac Twenty Eight Thousand Seven Hundred Fourteen
দরূদে পাক	১.০২২৮৫E+১১	এক ট্রিলিয়ন দুই বিলিয়ন আটাশ কোটি পঁয়তাল্লিশ লাখ একুশ হাজার একশ একচল্লিশ	One Kharab Two Arab Twenty Eight Crore Forty Five Lac Thirty One Thousand One Hundred Forty One
আয়াতে করিমা	৮৭২৬১০৭	সাতাশি লাখ চব্বিশ হাজার একশ সাত	Eighty Seven Lac Twenty Six Thousand One Hundred Seven
বিভিন্ন যিকির ও দোয়া	৩৭৭০২১৯৬	তিনকোটি সত্তর লাখ দুই হাজার একশ ছিয়ান্নবই	Three Crore Seventy Seven Lac Two Thousand One Hundred Ninety Six
নফল রোযা	১৮৫৯৬	আটার হাজার পাঁচশ ছিয়ান্নবই	Eighteen Thousand Five Hundred Ninety Six

দরূদে তাজ	৫৭৪০০১	পাঁচ হাজার চুয়াত্তর হাজার এক টাকা	Five Lac Seventy Four Thousand One
ইস্তিগফার	২২৪৩৪৯০২	দুই কোটি চব্বিশ লাখ চৌত্রিশ হাজার নয়শ দুই	Two Crore Twenty Four Lac Thirty Four Thousand Nine Hundred Two
মাদানী কাফেলার সাওয়াব	৮৫৮	আটশত আটান্ন	Eight Hundred Fifty Eight
ওমরার সাওয়াব	৬৬	ছেষট্টি	Sixty Six

আল্লাহ করম এইসা করে তুঝ পে জাঁহা মে
এ দা'ওয়াতে ইসলামী তেরি ধুম মচী হো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মানীত পিতার আন্তরিক অনুভূতি

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মুহররম মাসের দুইটি মাদানী মুযাকারার মধ্যে তাঁর শাহাজাদা হাজ্বী উবাইদ রেযা আত্তারী মাদানী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِى 'র ব্যাপারে খুবই আন্তরিক অনুভূতি প্রকাশ করলেন, সেটা নিজের ভাষায় সারাংশ বর্ণনা করছি:

সুখে সঙ্গী তো অনেকে হয়ে থাকে কিন্তু "দুঃখের সঙ্গী" কেউ কেউ হয়ে থাকে আর আমার পুত্র "দুঃখের দিনের সঙ্গী"। বছরভর অসুস্থ অবস্থায় নিজের স্ত্রীকে আপন করে রাখা এবং তার চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া অনেক "বড় একটি

www.dawateislami.net

কাজ”। তার চিকিৎসা করানোর ক্ষেত্রে আমার পুত্র কোন কিছু বাদ দেয়নি এবং কখনো তাঁকে সে ব্যাপারে কোন অভিযোগ করতে শুনিনি। আল্লাহ পাক তাঁকে এরকমই রাখুক।

(৫ এবং ৯ মুহররম, মাদানী মুযাকারা ১৪৪৪ মোতাবেক ৪ এবং ৭ আগষ্ট ২০২২)

জানশীনে মিলি তুঝ কো আত্তার কো, ওয়াহ কিসমত তেরি এ উবাইদ রেযা!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জানশীনে আত্তার মামা হিসেবে

কিছুদিন পূর্বে জানশীনে আমীরে আহলে সুন্নাতের ভাগিনির অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছিল আর তিনি হায়দারাবাদের একটি হসফিটালে ভর্তি করা হয়েছিল। তিনি তাঁর বাচ্চা এবং উম্মে জুনাইদ আত্তারীয়াকে সাথে নিয়ে ভাগিনিকে “সমবেদনা” জ্ঞাপন করতে গেলেন এবং চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যাপারে যথেষ্ট সহযোগিতা করলেন এব্যাপারে ভাগিনি তার নানাজান আমীরে আহলে সুন্নাতের খিদমতে পয়গাম পাঠালেন: মামু আর উম্মে জুনাইদ আত্তারীয়া বিশেষকরে আমাকে দেখার জন্য সফর করে এসেছেন, আমি অনেক খুশি হয়েছি, মামা অনেক বৈশিষ্টের অধিকারী, অত্যন্ত কোমল হৃদয়, নম্রতা ও অন্যান্য কাজে অবাক করে দেয়, আমাদের এতই খিয়াল রাখেন যে তাঁর জন্য আমাদের অন্তর থেকে দোয়া বের হয়, তিনি একটা হিরা। আল্লাহ পাক এই হিরাকে সূর্যের ন্যায় উজ্জল রাখুক। তাঁর যেন কোন বিপদ না আসে। তাঁর প্রতিটি কদমকে হেফাযত করুক। মামা প্রতিটি আত্নীয়-স্বজনের হক আদায় করে দিয়েছে আল্লাহ পাক! আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত তার প্রতি কৃতজ্ঞ রাখুক।

www.dawateislami.net

دامت برکاتہم العالیہ

আমীরে আহলে সুন্নাত এর লিখা

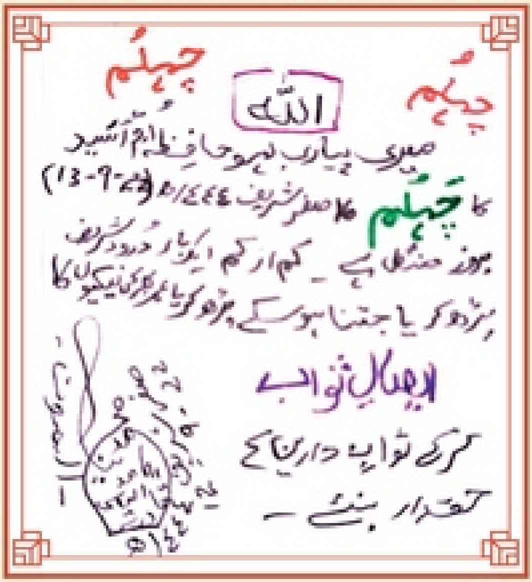

আমার প্রিয় পুত্রবধু "হাফিজা উম্মে উসাইদ" এর কুলখানি
১৬ সফর শরীফ ১৪৪৪ হিঃ (১৩-০৯-২০২২ইং) রোজ মঙ্গলবার।
কমপক্ষে একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে বা যতটুকু সম্ভব হয়
পাঠ করে অথবা সারা জীবনের নেকী ইছালে সাওয়াব করে
অফুরন্ত সাওয়াবের অধিকারী হোন।

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net